আজকের কাগজ

তারিখ ... 2-8 MAY 1994
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

103

প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষক ধর্মঘট ও একটি জাতির ভবিষ্যত

ফকির ইলিয়াছ

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষাও চলেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের এমন দুরবস্থা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক নির্যাতন। একজন অভিভাবক প্রশ্নপত্র বাজার থেকে চড়া মূল্যে কিনেছেন তিনি তা নিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা অফিসে এসেছিলেন। বলেছেন, আপনারা হুবহু ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রশ্নপত্রটি ছেপে দেন ছাত্র-ছাত্রীরা পত্রিকায় প্রশ্নপত্র দেখুক। দেখুক প্রশাসনের লোকেরাও। কিন্তু দৈনিক পত্রিকাটি তা করেনি। তারা খবর ছেপেছেন। লিখেছেন দেশে এ কেমন নৈরাজ্য চলছে? শিক্ষার্থীদেরকে কেন এমনভাবে পঙ্গু করার চক্রান্ত চলছে? প্রশ্নপত্র প্রতি বছর ফাঁস হচ্ছে কিভাবে? প্রশাসন এ ব্যাপারে বিহীত ব্যবস্থা করছেন না কেন?

এ বছর একই সময়ে অনুষ্ঠিত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এস.এস.সি. পরীক্ষার বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে। কিন্তু সেখানে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ কুমিল্লা বোর্ডের ব্যাপারে তা হয়নি।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংবাদে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন একজন ছাত্রী। একটি দৈনিকে এ খবর বেরিয়েছে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সংবাদ শোনার পর পরই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাকে ডাক্তার দেখানো হয়। এখনো সে পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পায়নি। তার পিতা মাতা এ ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তথা বাংলাদেশ সরকারকে দোষারূপ করেছেন। তারা বলেছেন, এ দেশে দুর্নীতি এতো চরমে পৌঁছেছে যে ভবিষ্যতে প্রজন্মকে সমূলে বিনাশ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তা না হলে সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রকে খুঁজে গ্রেফতার করছেন না কেন? কেন তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হচ্ছে না?

দেশে শিক্ষক ধর্মঘট চলছে। সরকার শিক্ষকদের দাবি মেনে নিচ্ছেন না। এস.এস.সি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে শিক্ষা মন্ত্রীসহ সরকারি আমলা ও নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন কয়েক দফা। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এরপর শিক্ষামন্ত্রী প্রায় জোর গলায়ই ঘোষণা দেন এস.এস.সি পরীক্ষা সময় মতোই অনুষ্ঠিত হবে। সরকার শিক্ষকদের মধ্যে ভাঙন ঘটাতে সমর্থ হলেন। ধর্মঘটী শিক্ষকদের একাংশ সরকারের বাধ্য হয়ে গেলেন। শিক্ষকদেরকেও 'জাতীয়তাবাদী' করণ করা হলো।

এরপরের ঘটনা আরো দুঃখজনক, অত্যন্তই লজ্জাজনক গোটা জাতির জন্যে। শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য দাবির সপক্ষে আন্দোলন করার সময় সরকারি পুলিশ বাহিনী দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হলেন। যে পুলিশ জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদেরকে পিটিয়েছিল, সেই পুলিশ বাহিনী এবার হাত তুললো দেশের শিক্ষকদের উপর। শেম! শেম!! বলে এর তীব্র প্রতিবাদ আর ঘৃণা জানালো সমগ্র জাতি।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি দারুণ ক্ষেপেছেন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ধর্মঘটী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক অনুদান দেবেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিয়েছেন, বরাদ্দকৃত আট কোটি টাকা ধর্মঘটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাদ দিয়ে যেন বিতরণ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

বেসরকারি স্কুল এবং কলেজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যারা এখনো ধর্মঘটে আছেন। প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসকের নির্দেশে এ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ তালিকার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাছাই করে সেগুলোতে অনুদান বন্ধ রাখা হবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির একজন নেতা বলেছেন, ষাট শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিরা গেল ১৮ এপ্রিল থেকে চার দফা দাবিতে ধর্মঘটে আছেন। তারা বলেছেন, 'দাবি মানা না হলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং যে কোনভাবে দাবি আদায় করা হবে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আরো বলেছেন, এটা আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রাম। যে কোন কালোশক্তি তা দমিয়ে রাখতে পারবে না।

এভাবে একটি অনিশ্চিত যাত্রার মুখোমুখি আমাদের ছাত্র সমাজ, শিক্ষক সমাজ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা দখলের ইস্যুতে তৎপর থাকলেও এসব সমস্যা নিয়ে দৃঢ়তার সাথে কিছু বলছে না। সরকার বলছে, অর্থের অভাব তাই ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবি তারা মেনে নিতে পারছেন না। অথচ পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে দেশের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকারিভাবে আয়োজিত ইফতার পার্টি বাবদ খরচ হয়েছে মোট ছয় লক্ষ বাইশ হাজার টাকা।

এরকম বিলাসী খরচ আরো অনেক আছে। প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যান, তার সাথে ছুটে যায় একটি বিরাট বহর। তা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান অথবা সৌদী আরবেই হোক। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হয়। অথচ শিক্ষকদের দাবি পূরণের বেলায় বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। বিভিন্ন সমস্যা দেখান মন্ত্রী আমলারা।

তাহলে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত কি? আমরাতো আর মোটা অংকের ডলার খরচ করে আমাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠাতে পারবো না- এ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন একজন সাধারণ অভিভাবক, যিনি পেশায় একজন কৃষক।

গেল কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন একজন অভিবাবক। তার ছেলে এস.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগ পেয়েছে। সে একটি কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছিল। সে কলেজের ছাত্র রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ তাকে বলেছেন, কলেজে পড়তে হলে তাকে ছাত্র রাজনীতি করতে হবে। নেতৃবৃন্দ তাকে তাদের নিজ নিজ দলে টানার চেষ্টা করেছেন প্রলোভন দেখিয়েছেন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার। ছেলেটি বিব্রত হয়ে এসেছে তার পিতার কাছে। পিতা তাকে কোন জবাব দিতে পারেননি। আমাকে পত্রে লিখেছেন, তাহলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কি এভাবে ছাত্র রাজনীতির কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? এ জিজ্ঞাসা শুধু একজন পিতার নয়- এ জিজ্ঞাসা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পিতা মাতার।

সেই পিতা আমাকে আরো লিখেছেন, প্রথম বিভাগে এস.এস.সি উত্তীর্ণ তার ছেলেকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়ার কোন সুযোগ করে দিতে পারবো কিনা।

বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। অবশ্য ধনীর সন্তানেরাই যাচ্ছে। গরীবের ছেলে-মেয়েরা যেতে পারছে না। বাংলাদেশের রাজনীতিকরা এ ব্যাপারে চিন্তিত নয়। চিন্তিত নয় মন্ত্রী-আমলারাও। উর্দি পরা সেনা অফিসাররাও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কারণ ... বিদেশের বিভিন্ন দেশে লেখাপড়া করছে।

দায় ঠেকেছে এদেশের শ্রমজীবী মানুষ। কৃষক, মজুর, খেটে খাওয়া জনতা। তাঁরা ভীষণ উদ্বিগ্ন তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে। ভবিষ্যত নিয়ে। তারা কোন ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছে না। এদেশের আপামর জনসাধারণের লেখাপড়ার স্থান হচ্ছে বেসরকারি স্কুল, কলেজ। সেখানে ধর্মঘট এবং সরকারের চরম উদাসীনতা সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিয়েছে তীব্র অশান্তির দিকে।

কুমিল্লা বোর্ডের এস.সি. সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘৃণ্যতম ঘটনার পর জনগণের পক্ষ থেকে আবারো দাবি উঠেছে, শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়া হোক। অনেকে মনে করছেন শিক্ষকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকলে প্রশ্নপত্র ফাঁস অনেকটা রোধ করা যেতো। আবার অনেকে এও বলছেন, ধর্মঘটী শিক্ষকদের উপর দায়ভার চাপানোর জন্য একটি বিশেষ মহল প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছে। এবং তারা বলে বেড়াচ্ছে, ধর্মঘটী শিক্ষকরাই সুপরিকল্পিতভাবে এ কান্ড ঘটিয়েছেন যা সম্পূর্ণই মিথ্যা। কারণ প্রশ্নপত্র নিশ্চয়ই বেসরকারি শিক্ষকরা নিয়ন্ত্রণ করেন না।

অর্থ-সামাজিক সংকট আর চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যদিয়ে সময় অতিক্রম করছে বাংলাদেশ। এখানে সমস্যা অনেক। সমাধান নেই। তার উপর শিক্ষাঙ্গনের এমন সংকট এ দেশ, এ জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমশ অন্ধকারের দিকে। দেশের বেশ ক'টি জেলার শিক্ষিতের হার গেল এক দশকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিচে নিয়ে এসেছে। নৈরাজ্য, সন্ত্রাস এবং কালো টাকার প্রভাব এ জন্য দায়ী।

সরকারের এ ব্যাপারে তেমন মনোযোগ নেই। আমলাতন্ত্রে বন্দী প্রধানমন্ত্রীকে বুঝানো হচ্ছে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম যোগ্য নাগরিক হিসেবেই গড়ে উঠছে অথচ বাস্তবে ঘটছে এর সম্পূর্ণ উল্টো। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্স, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ অনেক পেশাজীবীই এখন রাজপথে। তারা তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন।

এ জাতির ভবিষ্যত কি? বিভিন্ন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে শুধুই কি রাজপথে থাকতে হবে? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারেন না দাতা দেশ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ তাদের নিজের স্বার্থের দিকে খেয়াল রাখেন বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থের দিকে নয়। দেশের বাজেট প্রণীত হয় বিদেশের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ঋণের বোঝা ক্রমশই বাড়ে।

দেশে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সমস্যা একটি প্রধান মৌলিক সমস্যা আর এর ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আপামর জনসাধারণ। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান একমাত্র করতে পারেন রাষ্ট্রের সরকার। যদি তারা এ ব্যাপারে গভীর মনোযোগী না হন তবে এ সংকট কাটিয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন উপায় নেই। তাই এই জাতিকে, এই জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষার জন্য সরকারকে যথা শিগগির সম্ভব বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। যতই দেরি হবে ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সাধারণ মানুষ। আর এ ক্ষতি পূরণ করা হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না।

দেশে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সমস্যা একটি প্রধান মৌলিক সমস্যা আর এর ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আপামর জনসাধারণ। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান একমাত্র করতে পারেন রাষ্ট্রের সরকার। যদি তারা এ ব্যাপারে গভীর মনোযোগী না হন তবে এ সংকট কাটিয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন উপায় নেই। তাই এই জাতিকে, এই জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষার জন্য সরকারকে যথা শিগগির সম্ভব বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। যতই দেরি হবে ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সাধারণ মানুষ। আর এ ক্ষতি পূরণ করা হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না।

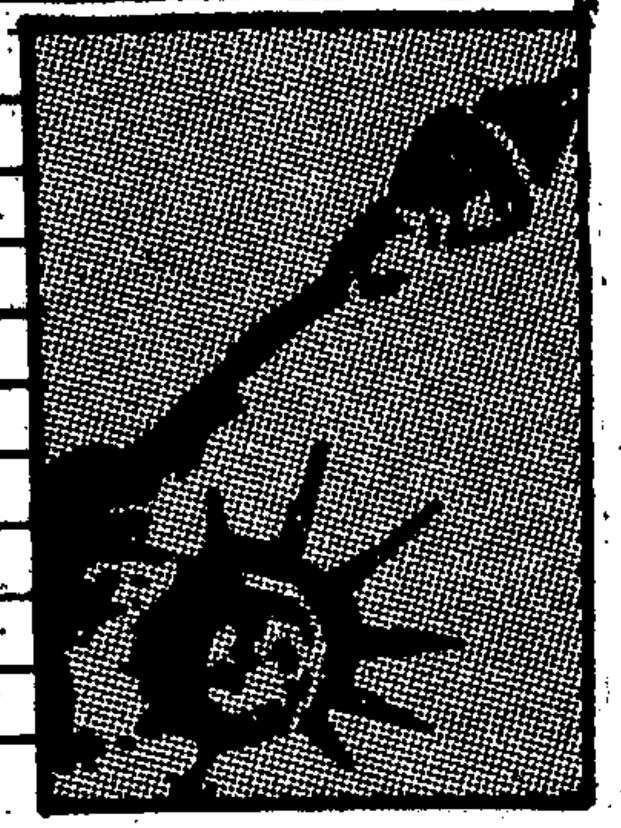

ফকির ইলিয়াছ: সাংবাদিক, কলাম লেখক, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, 'আমেরিকান ইমেজ প্রেস'-এর সদস্য।